বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৭৪০২৫
ঃ ৯৫৬০০৩১-৩৫/২৫০
E-mail:dgmbcbd@krishibank.org.bd

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২) এমসি-১৬/২০১৭-২০১৮/১৩১(১২৫০) তারিখঃ ০২-০৮-২০১৭

১। সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
২। সকল মহাব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়
৩। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কাওরানবাজার/বনানী/নারায়নগঞ্জ/সিলেট/আগ্রাবাদ/চট্টগ্রাম/খুলনা কর্পোরেট শাখা।
৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম ১০০ দিনের (০২ আগস্ট হতে ০৯ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) কর্মপরিকল্পনা।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। আপনাদের গতিশীল ও সময়োপযোগী নেতৃত্ব ও কার্যকর পদক্ষেপের কারণে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিগত বছরের তুলনায় শ্রেণীকৃত ঋণ ৪% হ্রাস পেয়েছে, লোকসানী শাখার পরিমান কমেছে ও আমানত স্থিতি, অনাদায়ী ঋণ স্থিতি, পরিচালন মুনাফার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রভিশন উদ্বৃত্ত হয়েছে যা আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কারনে সম্ভব হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	নির্দেশক সমুহ	৩০-০৬-২০১৬	৩০-০৬-২০১৭	প্রবৃদ্ধি	প্রবৃদ্ধির হার
০১।	অনাদায়ী ঋণ স্থিতি	১৭৫৯৫.৩৭	১৮৩১১.৬৬	৭১৬.২৯	৪%
০২।	শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি	৪৮৪১.৩০	৪৩১৫.৭৭	(-) ৫২৫.৫৩	১১%
০৩।	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	২৮%	২৪%	(-) ৪%	১৪%
০৪।	আমানত স্থিতি	২১০১৮.৫১	২২৫৫৯.৭০	১৫৪১.১৯	৭%
০৫।	লাভ-লোকসান	(-) ৬৭৮.৭৪	(-) ৫১০.৮৯	১৬৭.৮৬	২৫%
০৬।	প্রভিশন ঘাটতি/উদ্বৃত্ত	(-) ১৯৬.৫৯	৯৬.৩১	২৯২.৯০	১৪৯%
০৭।	লোকসানী শাখার সংখ্যা	২৩৩	১৪১	(-) ৯২	৩৯%
০৮।	লোকসানী শাখায় লোকসানের পরিমান	১৩৩.৭৫	৬৮.৩৩	(-) ৬৫.৪২	৪৯%

২। আমি আশা করছি ব্যাংকের এ সফলতা অব্যাহত রেখে ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও অদুর ভবিষ্যতে ব্যাংকটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম ১০০ দিনের (০২ আগস্ট হতে ০৯ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

- বিকেবি'র ১০৩১ টি শাখার মধ্যে ১৪১ টি লোকসানী শাখাকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।
- লাভজনক শাখাসমূহকে তাদের লাভের পরিমান পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ করণের মাধ্যমে ব্যাংকটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করণ।
- প্রতিটি শাখার শ্রেণীকৃত ঋণ ন্যূণতম ১০% হ্রাসকরণ এবং যেসকল শাখায় ১০-১২% শ্রেণীকৃত ঋণ রয়েছে সেসকল শাখার শ্রেণীকৃত ঋণ অর্ধেক হ্রাস করণ।
- ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিতকরণ।
- কম সুদবাহী (Low cost) ও সুদবিহীন (No cost) Deposit সংগ্রহের মাধ্যমে Cost of Fund কমিয়ে আনা।

চলমান পাতা- ২

০৩। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম ১০০ দিনের (০২ আগস্ট হতে ০৯ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সকল বার্ষিক ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার ৪০% (WCL-01 এর ৮০%) অর্জনের লক্ষ্যে বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলোঃ

(কোটি টাকায়)

ব্যবসায়িক কর্মকান্ড	বিভাগ/কার্যালয়ের নাম										মোট
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	খুলনা	কুষ্টিয়া	কুমিল্লা	বরিশাল	ফরিদপুর	সিলেট	এলপিও	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
আমানত সংগ্রহ	৪০৪.৭৮	৭০.২২	১৮৫.৭৭	৬৮.৭৮	৮২.৩৬	৯১.৯০	১৩৬.৯৬	৭১.৪৬	৪৭.৭৪	২১৬.১৫	১৩৭৬.১২
ঋণ বিতরণঃ											
কৃষি ঋণ	২৮৯.১৪	২২৭.০৩	১৯৬.৯৮	২৪৬.৩০	২৪৯.৫৩	২৭৪.৩২	২৪১.০৭	২১৫.৩৬	১৪০.৭৪	১১৯.৫২	২২০০.০০
এসএমই	১১২.০০	৬৬.০০	৬৮.০০	৫৬.০০	৫৬.০০	৮৮.০০	২০.০০	৪২.০০	৩২.০০	২০.০০	৫৬০.০০
কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প	৫০.০০	১৬.৬০	৩৯.৬০	১৫.২০	১৬.৬০	২০.৬০	৫.২০	১১.২০	২০.৬০	৪৪.৪০	২৪০.০০
ফান্ডেড (বৈঃ বাঃ)	৮.০০	১.২০	১১.২০	১০.০০	০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৮০	১৬৮.০০	২০০.০০
নন ফান্ডেড (বৈঃ বাঃ)	১০০.০০	৭.২০	৭২.০০	৮০.০০	০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪০	৫৪০.০০	৮০০.০০
মোট বিতরণ	৫৫৯.১৪	৩১৮.০৩	৩৮৭.৭৮	৪০৭.৫০	৩২৩.৩৩	৩৮২.৯২	২৬৬.২৭	২৬৮.৫৬	১৯৪.৫৪	৮৯১.৯২	৪০০০.০০
ঋণ আদায়ঃ											
শ্রেণীকৃত ঋণ	২৪১.৭০	১২৩.৯৭	১২৭.১৩	৩৫.৬০	৫১.০৯	৬৯.৮৮	৬৭.৯৬	১৪.৫০	৩১.২৯	৩৬.৮৮	৮০০.০০
WCL-01	৪২৯.৭২	৫০৮.৩২	২০৩.৫৬	২৬১.৪৮	২৩৭.১২	৩৩১.৯৬	২৯৮.১২	২২৩.০৮	১৮৪.২৪	২৪২.৪০	২১৯০.০০
WCL-02	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট আদায়	৬৭১.৪২	৬৩২.২৯	৩৩০.৬৯	২৯৭.০৮	২৮৮.২১	৪০১.৮৪	৩৬৬.০৮	২৩৭.৫৮	২১৫.৫৩	২৭৯.২৮	২৯৯০.০০
আমদানি	১০০.০০	৭.২০	৭২.০০	৮০.০০	০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪০	৫৪০.০০	৮০০.০০
রপ্তানি	২৮০.০০	০.৪০	৮০.০০	৮০.০০	০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	৭.২০	১৫২.০০	৬০০.০০
বৈদেশিক রেমিটেন্স	১৬৮.০০	৫০.০০	৮০.৪০	৩৭.৬০	৬০.০০	১৮৬.৮০	৫৮.৪০	৮৩.২০	৫৬.০০	১৯.৬০	৮০০.০০
অবলোপনকৃত ঋণ আদায়	৭.৭৮	০.৯৪	২.৪৪	২.৯১	০.৪১	১.০৯	০.৯২	০.৩৭	০.৭৮	০.৩৫	১৮.০০
৫২-স্থগিত সুদ আদায়	৩২.০৩	৩৩.১১	১৫.৭৪	১০.৫৬	৬.১৮	১৭.৮০	১২.৯৮	৩.৬৫	১০.১৪	১৭.৮০	১৬০.০০
পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়	১২২.৮৭	১৬১.৯৪	৫৩.৮০	৩০.১৬	১১.১৪	৬৭.০৬	৯৬.৭৭	৩১.২৯	৬০.৭১	৬৪.২৭	৮০০.০০
মুনাফা অর্জন	৪০.০০	৬.৮০	১২৪.৮০	২১.৬০	৩১.২০	২৮.৪০	১৩.২০	৩৬.০০	৩১.৬০	৪৬.৪০	৩৮০.০০

ক) <u>ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীতব্য কলাকৌশল ঃ-</u>

১। প্রতিটি জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের শাখা কর্তৃক প্রতি মাসে ১০টি এবং প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ের শাখা কর্তৃক মাসে ০৫টি করে চলতি মূলধন ঋণ/কৃষি সম্পর্কিত বাণিজ্যিক ঋণ (Agro-Based Commercial Loan) এবং SME ঋণ (নতুন) যথানিয়মে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে আঞ্চলিক পর্যায়ে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক মাসে ৩০টি এবং বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক মাসে অন্তত ২৫টি নতুন ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করতে হবে।

২। প্রতিটি শাখা সপ্তাহে নূন্যপক্ষে ০১(এক) দিন ঋণ বিতরণ ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে যথা নিয়মে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করে শাখার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদের প্রকৃত চাহিদা ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়মাচার অনুসুরণপূর্বক গুণগতমানসম্পন্ন ঋণ বিতরণ করতে হবে-যাতে করে বিতরিত ঋণ যথাসময়ে আদায় করা সম্ভব হয়।

৩। কৃষি ঋণসহ অন্যান্য সকল খাতে ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক মাঠকর্মীদের মধ্যে যথা নিয়মে ঋণ বিতরণের সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। কোন মাঠ কর্মী ঋণ বিতরণের সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে তাঁকে জবাবদিহীতার আওতায় আনতে হবে এবং পূর্ববর্তী সপ্তাহের ঘাটতিসহ পরবর্তী সপ্তাহের বরাদ্দ আবশ্যিকভাবে অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা- ৩

৪। রিপিট ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পারফরমিং এসেট তথা অশ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে গুনগত মানসম্পন্ন নতুন ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে পিছিয়ে থাকা শাখায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিত ভ্রমণ করে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরনের ব্যবস্থা করবেন এবং নিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ ক্যাম্পে যোগদানপূর্বক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিত করবেন।

৬। ঋণ বিতরনকালে ঋণ গ্রহীতা/ কৃষকগণ যাতে ঋণ পেতে বিলম্ব বা হয়রানীর শিকার না হন সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

৭। ৪% সুদ হারে চলতি মৌসুমে বিতরণযোগ্য আমদানি বিকল্প শস্য (ডাল,তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) খাতে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনসহ যথানিয়মে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৮। চলতি মূলধন ঋণের আদলে শস্য ঋণ বিতরণের জন্য লিমিট আকারে আবর্তণশীল শস্য ঋণ বিতরণ (Revolving Crop Credit) কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯। ঋণ বিতরনে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান কার্যালয়, প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১০। কৃষি খাতে বিনিয়োগের নতুন নতুন সম্ভাবনাময় খাত/এরিয়া চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট খাত/এরিয়ায় ঋণ প্রদান করতে হবে।

(খ)। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীতব্য কলাকৌশল ঃ-

১। ঋণ আদায়ের গতি জোরদার করার লক্ষ্যে এ সময়ে ব্যাংকের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ এবং দ্বিতীয় শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ দ্বি-পাক্ষিক সভা করে ঋণ আদায়ের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

২। অনুরূপভাবে বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ বিভাগের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ স্ব স্ব অঞ্চলের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখার শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে দ্বি-পাক্ষিক সভা করে ঋণ আদায়ের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী যথানিয়মে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

৩। নিবিড় তদারকির মাধ্যমে CL ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রতিটি শাখায় শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা হালনাগাদ করা এবং নিয়মিতভাবে ঋণ আদায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহনের পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজনের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৪। সকল শাখার সিসি ঋণের সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপপূর্বক আদায় নিশ্চিত করতে হবে এবং উহার প্রত্যয়নপত্র নিয়মিতভাবে শাখা হতে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫। সকল শাখার WCL-1 ঋণ গ্রহীতাদেরকে লিগ্যাল/বিশেষ নোটিশ ইস্যু ও বিতরণ নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

৬। যে সমস্ত এলাকায় অধিক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা রয়েছে সে সকল এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ আদায়ের কাজে নিয়োজিত মাঠ কর্মীদের মাসিক ভ্রমণসূচি প্রণয়নপূর্বক ব্যাপকভাবে মাঠে ভ্রমণ এবং ঋণ গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও তাগিদ প্রদান নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে অফিস ছুটির পরে এবং ছুটির দিনে মাঠে ভ্রমণ করে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাগিদ প্রদান করতে হবে।

৭। ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঋণ আদায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গ্রাহক সমাবেশ/ঋণ আদায় ক্যাম্প/মহাক্যাম্পের আয়োজন করতে হবে। অঞ্চল প্রধানগণ টেলিফোন/মোবাইল ফোনে শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মীসহ শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়মিত নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি গৃহীতব্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নিবিড় তদারকী গ্রহন করতে হবে।

৮। অবলোপনকৃত ঋণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।

৯। পুনঃতফসিলকৃত ঋণগুলো যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে পুনঃতফিসিলকৃত সিডিউল অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য ঋণ/ ঋণের কিস্তি/কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা- ৪

১০। নতুন করে কোন ঋণ যেন তামাদি না হয় সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে, এ লক্ষ্যে নিয়মিত ঋণ গ্রহিতাদের তালিকা পরীক্ষা করে ঋণ আদায় করতে হবে। ইতোমধ্যে তামাদি ঋণগুলোর ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণ আদায়পূর্বক নিয়মিত করতে হবে।

১১। ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণের পাওনা আদায় নিশ্চিতকল্পে অর্থ ঋণ আদালত/সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের এবং দায়েরকৃত অর্থ ঋণ আদালত মোকদ্দমা, মানিস্যুট ও সার্টিফিকেট মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য কলাকৌশলঃ

১। প্রতিটি শাখাকে সঠিকভাবে Deposit Mix নির্ধারণপূর্বক উচ্চ সুদবাহী আমানত পর্যায়ক্রমে ছেড়ে দিয়ে সুদবিহীন ও কমসুদবাহী আমানত সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংকের আমানতের উপর সুদ ব্যয় কমানোর লক্ষ্য এমনভাবে আমানত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেন পর্যায়ক্রমে মোট আমানতের মধ্যে চলতি আমানতের পরিমান ন্যূণতম ২০% এ উন্নীত হয়।

২। আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ব্যক্তিগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন সভা করে তার কার্যবিবরণী যথানিয়মে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

৩। অধিক সুদবাহী মেয়াদী আমানত সংগ্রহ নিরুৎসাহিত করে স্বল্প মেয়াদী আমানত যথা- সুদবিহীন চলতি আমানত ও অপেক্ষাকৃত কমসুদবাহী এসএনডি এবং সঞ্চয়ী আমানত সংগ্রহে অধিক মনোযোগী হতে হবে। সঞ্চয়ী ও এসএনডি হিসাবে মোট আমানত স্থিতির ন্যূণতম ৫০% রাখতে হবে। মেয়াদী আমানত হিসাবে মোট আমানত স্থিতির সর্বোচ্চ ২০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ।

(ঘ) ফরেন রেমিটেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য কলাকৌশলঃ

বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একই সময়ে বৈদেশিক রেমিটেন্স সংগ্রহের পরিমান ছিল ১৩৩০.৩৪ কোটি টাকা যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৫৩% মাত্র। গত বছর বৈদেশিক রেমিটেন্স সংগ্রহের পরিমান ব্যাপক হারে কমেছে। তাই চলতি অর্তবছরের শুরু থেকেই বৈদেশিক রেমিটেন্স সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা/উদ্যোগের মাধ্যমে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বিদেশে চাকুরীজীবী/বসবাসকারীদের (NRB) ডাটাবেইজ তৈরী করে সেবার মান বাড়াতে হবে। গ্রাহককে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Automated System এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করা এবং Instant Cash Remittance এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করতে হবে। Automation এর আওতায় Beneficiary কে তার Remittance সম্পর্কিত তথ্য তাৎক্ষনিক SMS এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

ঙ। অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য কলাকৌশল ঃ

১। বিকেবি, সাধারণ হিসাব সমূহের অনিষ্পন্ন এন্ট্রিসমূহ কোন অবস্থাতেই দীর্ঘ সময় যাবত অসমন্বিত রাখা যাবে না। দ্রুততম সময়ের মধ্যে (প্রয়োজনে বিশেষ টিম গঠন করে) অনিষ্পন্ন এন্ট্রি সমূহ নিষ্পন্ন করতে হবে। ০৪(চার) মাসের অধিক সময়ের এন্ট্রিসমূহ অসমন্বিত থাকতে পারবে না।

২। শাখার ঋণ ও আমানতের হিসাব নিয়ম মোতাবেক যথাসময়ে সঠিকভাবে ব্যালেন্সিং করতে হবে।

৩। অঞ্চল প্রধানগণ প্রতি মাসে তাঁদের আওতাধীন শাখার এক তৃতীয়াংশ শাখা আকস্মিক পরিদর্শনণ করে যথারীতি কার্যাদি সম্পন্ন করবেন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন/বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশণা প্রদান করবেন।

৪। সকল শাখার Sundry Suspense এর অনিষ্পন্ন এন্ট্রিসমূহ আবশ্যিকভাবে নিষ্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫। অঞ্চলের চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জণের জন্য নিজ অঞ্চল এবং অধীনস্থ শাখার সকল কর্মকর্তাগণের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ কর্মবন্টন করে দিবেন এবং নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

৬। ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে শুদ্ধাচার নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহীতার আওতায় কাজ সম্পাদন করতে হবে।

৭। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রণীত APA (Annual Performance Agreement) এর নির্ধারিত Indicator সহ ব্যাংকের অন্যান্য Indicator ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা- ৫

৪। *নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়ের জন্য নির্দেশনাঃ*

মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকেও লক্ষ্যমাত্রার আওতায় আনতে হবে। সেলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে নিম্নোক্ত খাতসমুহ হতে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

১। আমানত সংগ্রহ (পাক্ষিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন)
২। ঋণ বিতরন (বিশেষ করে কৃষি ও এসএমই)
৩। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়
৪। শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায়
৫। অবলোপনকৃত ঋণ আদায়
৬। পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়
৭। শীর্ষ খেলাপি ঋণ আদায়/নিয়মিতকরণ
৮। ৫২-স্থগিত সুদ আদায়
৯। বৈদেশিক রেমিটেন্স সংগ্রহের পরিমান বৃদ্ধিকরণ
১০। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসা

৫। *বিশেষ নির্দেশনা ঃ*

১। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের আওতাধীন মুখ্য অঞ্চল, অঞ্চলের মধ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ০৮-০৮-২০১৭ তারিখের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।

২। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ তাদের আওতাধীন শাখাসমূহে উক্ত পরিকল্পনা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্দেশণার আলোকে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ১৩-০৮-২০১৭ তারিখের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শাখার কার্যক্রম মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে পরবর্তী মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং বিভাগীয় কার্যালয় অঞ্চলভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন সংকলন করে মাসের ০৬ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবে।

৪। বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ তাঁদের আওতাধীন সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের আওতাধীন বিভাগসমূহের অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবেন। এছাড়াও তাদের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বসমূহ বহাল থাকবে।

৬। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিকল্পিতভাবে সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে ইন্‌শা-আল্লাহ ব্যাংকের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ধন্যবাদান্তে

মুহম্মদ আউয়াল খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২) এমসি-১৬/২০১৭-২০১৮/১৩১(১২৫০) তারিখঃ ০২-০৮-২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৩। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
৪। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৫। নথি/মহানথি।

(ঠাকুর দাস কুন্ডু)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ